www.priofaridpur.com

সুশীলা বালা সাহা

১৯১৮ সালে

ফরিদপুর মিশন হাউজে

সুশীলা বালা সাহা ফরিদপুর শহরের সবার মাঝে সুশীলা মাসি নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম রামচন্দ্র দাস।

সে সময় সন্তান জন্মের আধুনিক ব্যবস্থা অর্থাৎ ক্লিনিক, হাসপাতাল, নার্সিং হোম, মাতৃসদন ইত্যাদি ছিল না। নারী ধাত্রীদের হাতে বা সাধারণ কোনো নারীর হাতে সন্তান ভূমিষ্ট হত। প্রতি বছর বহু নারীর প্রাণহানী হত সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে। অধিক সন্তান জন্ম দিতে হত একজন নারীকে। আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা ছিল না। অধিকন্তু জন্ম নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বিষয়ে ধ্যান ধারণা সমাজে অল্পই ছিল। নারীর স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা পুরুষদের মধ্যে অল্পই ছিল। সাধারণ ভাবে হেলা ফেলার মধ্য দিয়ে মানব শিশু আলোর মুখ দেখত। এই হেন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে।

এমনি অনগ্রসর সমাজে ফরিদপুরে দীর্ঘ দিন যে ধাত্রী নারীদের সন্তান ভূমিষ্টে সাহায্য করেছেন, যার হাতে বহু সন্তানের আগমন হয়েছে মায়েদের। ধাত্রী সেবিকা হিসাবে নারী সুশীলা বালা সাহা ছিলেন ফরিদপুর শহরের একজন অতিপরিচিত আপনজন। যেখানে প্রসূতি মায়ের আর্তনাদ সেখানেই তিনি ছুটে গেছেন। গভীর রাত/খড়া/বৃষ্টি কোনকিছুই তাকে আটকাতে পারেনি। তিনি নবম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। এরপর ১৯৩৩ সালে ধাত্রী বিদ্যা এবং প্রসূতি পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে ধাত্রী হিসাবে যোগদান করেন। তারপর তিনি ফরিদপুর জেলা বোর্ড অফিসে কর্মরত ছিলেন। তিনি সর্বদা মানুষের উপকারে ছুটে যেতেন। কৃতি সেবিকা হিসাবে তিনি ফরিদপুরের মানুষের কাছে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন।

তাঁর সেবামূলক কর্মকান্ডের জন্য তিনি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মাননা লাভ করেছেন।

তিনি তাঁর এই মহতী কর্মের জন্যই ফরিদপুর বাসীর হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন।